Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 11, 1430 Bangla, February 24, 2024, Saturday, No. 55, 54th year

H I G H L I G H T S

President Mohammad Sahabuddin urges judges to ensure justice by being responsible to country, people and constitution. At the same time, he urges to take strict care to prevent abuse of power. (R. Today: 13, Jago FM: 15)

PM Sheikh Hasina believes that anti-government agitators may be involved in increasing commodity prices. Adds, those who hide products and increase the price should be given mass-beating. (BBC: 4-5)

Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud says, BD have discussed with several countries such as India, US, China and sought their help to put international pressure on Myanmar govt for Rohingya repartriation. (VOA: 9)

Electricity prices may increase again from first day of March. At the same time, State Minister for Power and Energy Nasrul Hamid has spoken about adjusting prices of gas and fuel oil. (DW: 12)

Speakers in a round table discussion opine that Bangladesh needs to understand the dynamics in the ongoing conflict in Myanmar's Chin and Rakhine states. (VOA: 8)

After a three-day break, gunfire and mortar shells are again heard across Teknaf inside Myanmar. In this situation, there has been renewed panic among BD citizens living in areas near the border. (R. Today: 13)

BNP leader Nazrul Islam Khan alleges, BNP leader Bulbul was killed without treatment in jail- Adds, in future all disappearances, murders and tortures will be prosecuted in accordance with law. (R. Today: 15)

Many businessmen in BD are now desperate. They cannot be controlled by anything. They are increasing prices of various products everyday. Common people are facing great difficulties. (R. Tehran: 10)

UK-based citizenship and planning consultancy Henley & Partners reports, BD now has the eighth weakest passport in the world. BD is ranked 102 out of 109 positions in 2024 list. (BBC: 3)

JU administration has filed a case accusing campus Chhatra Union president Amartya Roy and secretary RA Ganguly of removing Bangabandhu's portrait and painting anti-rape and anti-dictatorship graffiti. (VOA: 7)

Bangladeshi-born Shamima Begum, who fled UK to Syria in 2015 to join IS militant group, cannot return to Britain. UK court on Friday dismissed Shamima Begum's appeal to regain her citizenship. (BBC: 5-6)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১১, ১৪৩০ বাংলা, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৪, শনিবার, নং- ৫৫, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

দেশ, জনগণ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিচারকরা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন বলে প্রত্যাশা করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। একই সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহার যেন না হয় সেদিক কঠোরভাবে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান তিনি। (রে. টুডে: ১৩, জাগো এফএম: ১৫)

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীরা জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, যারা পণ্য লুকিয়ে রেখে দাম বাড়ায় তাদের 'গণধোলাই' দেয়া উচিত। (বিবিসি: ৪-৫)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানান, "যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তা কামনা করেছি, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সরকারের ওপর যাতে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, সেজন্য ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি।" (ভোয়া: ৯)

মার্চের প্রথম দিন থেকে ফের বিদ্যুতের দাম বাড়তে পারে। একই সঙ্গে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের কথাও বলেছেন খনিজ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। (ডয়চে ভেলে: ১২)

মিয়ানমারের চিন ও রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘাতের গতিপ্রকৃতি বাংলাদেশকে বুঝতে হবে; এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। (ভোয়া: ৮)

তিন দিন বন্ধ থাকার পর আবারো টেকনাফের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে গোলাগুলি এবং মর্টারশেলের শব্দ শোনা গেছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। (রে. টুডে: ১৩)

কারাগারে বিএনপি নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুলকে বিনা চিকিৎসায় হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ভবিষ্যতে আইন অনুযায়ী বুলবুল হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি সব গুম, খুন ও নির্যাতনের বিচার করা হবে বলেও জানান তিনি। (রে. টুডে: ১৫)

বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী এখন বেপরোয়া। কোনো কিছু দিয়েই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না তাদের। নিত্যদিন বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়িয়েই চলেছেন তারা। এতে ব্যাপক অসুবিধায় পড়ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। (রে. তেহরান: ১০)

যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক নাগরিকত্ব ও পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স বলছে, বিশ্বের অষ্টম দুর্বলতম পাসপোর্ট এখন বাংলাদেশের। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালে যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে ১০৯টি অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১০২ তম। (বিবিসি : ৩)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি মুছে ধর্ষণ ও স্বৈরাচার বিরোধী গ্রাফিতি আঁকার ঘটনায় প্রশাসন ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অমর্ত্য রায় এবং সাধারণ সম্পাদক ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলিকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছে। (ভোয়া: ৭)

ইসলামিক স্টেট জঙ্গী গোষ্ঠীতে যোগ দিতে ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্য থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা বেগম ব্রিটেনে ফিরতে পারবেন না। শুক্রবার যুক্তরাজ্যের আদালত নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে শামীমা বেগমের আপিল খারিজ করে দিয়েছে। (বিবিসি : ৫-৬)

বিবিসি

পাসপোর্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ তলানির দিকে, অবস্থান দুর্বল হয় কেন?

যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক নাগরিকত্ব ও পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স বলছে, বিশ্বের অষ্টম দুর্বলতম পাসপোর্ট এখন বাংলাদেশের। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪ সালে যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে ১০৯টি অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১০২ তম। স্বৈরশাসক কিম জং উনের দেশ উত্তর কোরিয়াও বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে একই অবস্থানে রয়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তালিকায় বাংলাদেশের চেয়ে ভারত, মালদ্বীপ, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া সুদান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, লাইবেরিয়া এবং কঙ্গোর মতো আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশগুলোও পাসপোর্ট তালিকায় বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অগ্রিম ভিসা ছাড়াই একটি দেশের নাগরিক বিশ্বের কতটি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন, সেটির উপর নির্ভর করেই তালিকায় প্রতিটি দেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স।

প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মালদ্বীপের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা যেখানে অগ্রিম ভিসাই ৯৬টি দেশ ভ্রমণ করতে পারেন, সেখানে বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা পারেন মাত্র ৪২টি দেশে। এই ৪২টি দেশের মধ্যে অবশ্য উন্নত কোন দেশের নাম নেই। বেশিরভাগই আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ। বলা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। ২০২৬ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদাও পাওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশের। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতকিছুর পরও পাসপোর্টের মর্যাদার দিকে থেকে দেশটি কেন তলানির দিকে অবস্থান করছে?

বিশ্লেষকরা বলছেন, অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা অগ্রগতি সাধন করলেও সুশাসন ও মানব উন্নয়ন সূচকসহ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছে। "এসব জায়গায় পিছিয়ে থাকার কারণে অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, সেটির উপর নির্ভর করেই তারা বাংলাদেশের পাসপোর্ট তথা নাগরিকদের মূল্যায়ন করছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অবৈধ উপায়ে বিদেশে যাওয়া এবং মানব পাচারের যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলো দেশটির পাসপোর্টকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। একটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের তথ্য দিয়ে দেশটির ভাবমূর্তি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। এই সূচক তৈরির ক্ষেত্রে একটি দেশের মানুষের গড় আয়ু, শিক্ষার হার, সুস্বাস্থ্যকর জীবন, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, দরিদ্রতার হার, আয়ের বৈষম্য, আমদানি-রপ্তানি, অভ্যন্তরীণ অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এগুলোর মাধ্যমে মূলত: একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

২০২২ সালে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থানে থাকলেও শ্রীলঙ্কার তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ১৯১টি দেশের মধ্যে শ্রীলঙ্কার অবস্থান যেখানে ৭৩ তম, সেখানে বাংলাদেশ রয়েছে ১২৯ তম স্থানে। যদিও গত এক দশকে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। "তারপরও তালিকায় বাংলাদেশ পেছনে পড়ে গেছে, কারণ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়নি", বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির। যেসব দেশের পাসপোর্ট সহজেই জাল করা যায়, সেগুলোকে দুর্বল পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। "একটি দেশের পাসপোর্টধারী মূলত: তার নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু সেটি যদি জাল হতে থাকে, তাহলে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলোর মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক", বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন। মূলত: সে কারণেই উন্নত দেশগুলো এমনভাবে পাসপোর্ট তৈরি করে, যেন সেটি সহজে জাল করা না যায়। "যেমন মনে করেন, কেউ চাইলেই ব্রিটিশ বা আমেরিকান পাসপোর্ট জাল করতে পারবে না। তাদের পাসপোর্ট জাল করা খুবই কঠিন," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. তৌহিদ।

বাংলাদেশে আগে প্রায়ই জাল পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগ পাওয়া যেত। ফলে এটি বন্ধ করার জন্য ২০২০ সালে ই-পাসপোর্ট চালু করে সরকার। বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি দেশ থেকে মানব পাচার হওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশটি তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সেখানে অপরাধীদের সক্রিয় চক্র রয়েছে। এটি একটি দেশের পাসপোর্টকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। সরকারের নানা তৎপরতার পরও বাংলাদেশ থেকে এখনও মানবপাচারের মতো ঘটনা ঘটছে বলে জানাচ্ছে জাতিসংঘ। এ বিষয়ে গত বছর যৌথভাবে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাতটি জেলায় সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা বেশি সনাক্ত করা হয়েছে। এসব জেলা হচ্ছে মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ। এসব জেলা থেকে প্রতি লাখে দেড় জনের বেশি মানুষ পাচারের শিকার হচ্ছে। যেসব কারণে মানব পাচার হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে উন্নত জীবনের আশায় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রলোভনে। প্রায় ৫১ শতাংশ মানুষ অর্থনৈতিক কারণে পাচারের শিকার হন বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। "এতে অন্যদেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে পাসপোর্টে", বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে

দ্বিগুণ হওয়ার পরও দেশেটি থেকে অবৈধ উপায়ে বিদেশে যাওয়ার ঘটনা বন্ধ হয়নি। এখনও প্রতিবছর হাজার হাজার বাংলাদেশি অবৈধ পথে বিদেশে যাচ্ছেন, যাদের অনেকে মারাও যাচ্ছেন। সম্প্রতি এরকমই একটি ঘটনায় সমুদ্রে ডুবে বাংলাদেশি আট নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়া সময় ভূমধ্যসাগরে তাদের নৌকা ডুবে যায় বলে জানা গেছে। "উন্নত জীবনের আশায় অবৈধ পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও যখন একটি দেশের নাগরিক বিদেশে যেতে চান, তখন সেই দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়", বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির। ফলে পাসপোর্টেও সেই মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় বলে মনে করেন মি. কবির।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর যত মানুষ বিদেশে কাজ করার জন্য যান, তাদের বেশিভাগই যান অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গেছেন প্রায় সাড়ে ১১ লাখ শ্রমিক। তাদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিক ছিল মাত্র ১৭.৭৬ শতাংশ। একই সময়ে পেশাদার শ্রমিক গেছে মাত্র ০.৩৩ শতাংশ। কর্ম দক্ষতা না থাকায় এসব শ্রমিকের অধিকাংশই যেমন ভালো বেতনের কাজ পান না, তেমনি ভাষাগত জ্ঞান না থাকায় অনেকে যোগাযোগও করতে পারেন না বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর ফলে বিশ্বের অনেক দেশে কাছেই বাংলাদেশের পরিচিতি ঘটছে একটি অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে। "অথচ সেখানে ভারত ও শ্রীলঙ্কা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মশক্তি সরবরাহ করে অনেক এগিয়ে গেছে এবং নিজেদের সেভাবে পরিচয় কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স এবছর যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেটির একেবারে নিচের দিকে রয়েছে, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইরাক। এই তিনটি দেশই যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশ অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে দেশগুলোতে বসবাসরত নাগরিকদের অনেকেই আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। যার ফলে তারা উন্নত ও নিরাপদ জীবনের আশায় অবৈধ উপায়ে হলেও বিদেশে চলে যেতে চাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতির কারণে অনেক দেশই এখন আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইরাকের নাগরিকদের অগ্রিম ভিসা দিতে অনাগ্রহ দেখাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণতন্ত্র ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক মহলে নানা প্রশ্ন রয়েছে। ফলে দেশটির নাগরিকদের অনেকের মধ্যেই উন্নত দেশে চলে যাওয়ার এক ধরনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন। "এক্ষেত্রে যারা ইউরোপ বা আমেরিকার ভিসা নিতে চাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে তবেই ভিসা দেওয়া হচ্ছে যেন তারা সেখানে থেকে যেতে না পারেন," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. হোসেন। উপরে যতগুলো বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটিই একটি দেশের সুশাসনের সাথে জড়িত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। "যেই দেশগুলোর পাসপোর্টের মূল্য বেশি, মনে করা হয় যে ঐ দেশগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো শক্তিশালী, তাদের অর্থনীতি ভালো, তাদের শাসন ব্যবস্থা ভালো এবং বহির্বিশ্বের কাছে তাদের একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির। কাজেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে পাসপোর্টের মর্যাদা বাড়ানো সম্ভব নয় বলে মনে করেন মি. কবির।

বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির বলেন, পাসপোর্টের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নাগরিকত্বের মূল্যায়ণই করা হয়। "পাসপোর্টের এই র‍্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জানা যায় - আপনার দেশ সম্পর্কে বা আপনার পাসপোর্ট সম্পর্কে তাদের মূল্যায়নটা কী?" মি. কবির জানান, পাসপোর্টের এই র‍্যাঙ্কিংটা দেশের অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা ও দেশের মানুষের অবস্থাসহ অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করে তৈরি করা হয়। তিনি বলেন, "র‍্যাঙ্কিংটা ওরা করে পার্সেপশনের (ধারণার) ভিত্তিতে। কোন দেশের পাসপোর্টের দাম বেশি বা কম, সে বিষয়ে কিছু স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেয় তারা। কোন দেশের পাসপোর্টের মূল্য কত, তা নির্ভর করে ঐ পাসপোর্টের কী গুণাগুণ রয়েছে তার ওপর," বলেন মি. কবির। পাসপোর্টের র‍্যাঙ্কিং উপরের দিকে থাকার প্রধান সুবিধা সম্পর্কে মি. কবির বলেন, "আপনি একটু ভালো ব্যবহার পাবেন। কোনো দেশের ভিসার জন্য আবেদন করলে হয়তো কিছুটা নমনীয়ভাবে দেখা হয়।" আর র‍্যাঙ্কিংয়ে নিচের দিকে থাকলে ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রে পাসপোর্টধারী সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খোঁজখবর নেয়া থেকে শুরু করে ভিসার আবেদন নাকচও করতে পারে কোনো দূতাবাস, বলেন মি. কবির। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৩.০২.২০২৪ রিহাব)

যারা কারসাজি করে দ্রব্যমূল্য বাড়ায় তাদের 'গণধোলাই' দেয়া উচিত : শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীরা জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, যারা পণ্য লুকিয়ে রেখে দাম বাড়ায় তাদের 'গণধোলাই' দেয়া উচিত। শুক্রবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা। গত সপ্তাহে জার্মানির মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ওই সফরের বিষয়ে গণমাধ্যমকে জানাতে তার রাষ্ট্রীয় বাসভবন গণভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সরকার বিরোধী

আন্দোলনকারীদের সম্পৃক্তা আছে কি না। “আপনাদের মনে হয়না এটার সঙ্গে যারা এখানে সরকার উৎখাতের আন্দোলন করে তাদেরও কিছু কারসাজি আছে?”

শেখ হাসিনা বলেন, “এর আগে দেখা গেল পেঁয়াজের খুব অভাব। পরে দেখা গেল বস্তাকে বস্তা পেয়াজ ফেলে দিচ্ছে। এই লোকগুলোকে কী করা উচিত? গণধোলাই দেয়া উচিত।” আরও বলেন, "আমরা কিছু করলে তো বলবে সরকার করছে। তার থেকে পাবলিক যদি এটার প্রতিকার করে তাহলে সব থেকে ভালো হয়, কেউ কিছু বলতে পারবে না। একসময় বাংলাদেশে অভাব হলে তো শোনা যেত পেটে ভাত নাই, এখন কি সে কথাটা বলে? কী বলে, ডিমের দাম, পেঁয়াজের দাম, মুরগি, গরুর মাংসের দাম অথবা পাঙ্গাস মাছের পেটি খেতে পারছে না।” যোগ করেন তিনি। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার আগের সময়ের সঙ্গে তুলনা টানেন শেখ হাসিনা। "১৫ বছর আগের ভাতের জন্য হাহাকার ছিল। একটু নুন ভাত, ভাতের ফ্যান চাইতো। প্রতিবছর মুসলিমদের কাছে অন্যতম পবিত্র মাস রমজান এলেই বাজার পরিস্থিতি আলোচনায় আসে। এই সময়ের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেতে হয় নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের। আসছে রমজানে বাজার ব্যবস্থাপনায় কী পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার? এমন প্রশ্নে শেখ হাসিনা বলেন, "রমজানে কোনো জিনিসের অভাব হবে না। সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য ছোলা, খেজুর, চিনি ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আনা হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কৃষকরা বাজারের দাম দেখে তারপর ছাড়ে। দাম না পেলে বাজারে ছাড়ে না।" দাম নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া অনেকটা শাখের করাতের মতো কাজ করে বলে মন্তব্য করেন তিনি। "বাজারমূল্য বেশি কমালে কৃষক দাম পাবে না, আবার বাড়ালে সীমিত আয়ের মানুষ কিনতে পারবে না।"

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলোর তৎপরতা আলোচনায় ছিল। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের তাগিদ দিতেন এসব দেশের ঢাকায় নিযুক্ত প্রতিনিধিরা। বিপরীতে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাতেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। ভোটার উপস্থিতি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের পর এটিই শেখ হাসিনার প্রথম বিদেশ সফর। সাম্প্রতিক এই সফরে ১২ জন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দেখা হয়েছে তার। সেখানে তারা কেউ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোন প্রশ্ন বা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেনি। কোনো উদ্বেগও ছিলো না, প্রশ্নও ছিলো না। সব আলোচনা হয়েছে দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তিনি বলেন, ইউরোপের সাথে তার রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় নির্বাচন নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেননি। "তারা জানতো ইলেকশনে আমি জিতে আসবো" বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি। যারা (আমাকে) চায় নাই, তারাই নির্বাচন নিয়ে কথা ওঠায়।" দেশের নাম উল্লেখ না করেও পাকিস্তানের নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এক দেশে যদি এখন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করতে ১২-১৩ দিন সময় লাগে সেটা ফ্রি ফেয়ার। আর ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে দেশে রেজাল্ট হয়ে গেলো সেটা ফ্রি-ফেয়ার না।" বাংলাদেশটা তেমন হলে হয়তো তারা খুশি হতো, এমন মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের অভাব আছে বলে মনে করেন শেখ হাসিনা। তার দাবি, দেশটির গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে, কেবল আওয়ামী লীগই জনগণের কথা বলে। প্রতিপক্ষদের মধ্যে কেউ যুদ্ধাপরাধীদের দল, কেউ সামরিক শাসকদের দল। "ক্ষমতার উচ্চ আসনে যে দল তৈরি হয় তাদের শেকড়ের সাথে যোগ থাকে না। তারা চায় এমন পরিবেশ হোক যাতে কেউ তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে।" মন্তব্য করেন তিনি।

টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই স্বীকৃতি ঘিরে বিতর্ক চলছে বাংলাদেশ ও ভারতে। কয়েকদিন আগে এটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর বাংলাদেশে অনেকেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে দেশটির কর্তৃপক্ষও টাঙ্গাইল শাড়িকে নিজস্ব পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত করে। সাম্প্রতিক এই বিতর্ক প্রসঙ্গ হিসেবে শেখ হাসিনার বক্তব্যে উঠে আসে। জানান, গত কয়েকদিন ধরে টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছেন এটা দেখানোর জন্য যে এই শাড়ি বাংলাদেশের পণ্য। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের উত্তেজনা নিয়েও কথা বলেন শেখ হাসিনা। বলেন, ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামাল দেয়া হচ্ছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৩.০২.২০২৪ রিহাব)

ব্রিটেনের নাগরিকত্ব ফিরে পাননি শামীমা বেগম, সিরিয়াতেই থাকতে হবে

তথাকথিত ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গী গোষ্ঠীতে যোগ দিতে ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্য থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়া শামীমা বেগম ব্রিটেনে ফিরতে পারবেন না। শুক্রবার যুক্তরাজ্যের আদালত নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে শামীমা বেগমের আপিল খারিজ করে দিয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি ব্রিটেনের নাগরিক নন। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা বেগমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুক্তরাজ্যে। কিন্তু আট বছর আগে ব্রিটেন থেকে পালিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে জঙ্গী গোষ্ঠি আইএস-এর সাথে যোগ দেবার কারণে তার নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত বছরের অক্টোবরে লন্ডনের আপিল আদালতে মামলা করেন শামীমা। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটার পর শামীমার আপিল মামলার রায় দেয় ব্রিটিশ আদালত। রায়ে জানানো হয় যে আইনগতভাবেই শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলো ব্রিটিশ সরকার এবং বর্তমানে সিরিয়ায় বসবাসরত শামীমা বেগমের যুক্তরাজ্যে ফেরত আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

প্রধান বিচারপতি বলেছেন, শামীমা বেগমের মামলায় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া কঠিন হলেও, তিনি নিজেই তার দুভার্গ্যের ভিত্তি রচনা করেছেন। আদালতের এই রায়ের পর সন্তোষ প্রকাশ করেছে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। "ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করাটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে অগ্রাধিকার। এবং সেটি করতে গিয়ে আমরা যে কোন ধরণের বড় সিদ্ধান্ত নেব," বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত শামীমা বেগম যখন যুক্তরাজ্য থেকে পালিয়ে যান, তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১৫ বছর। তিনি একা যান নি। তার সঙ্গে আরও গিয়েছিলো তার বন্ধু খাদিজা সুলতানা ও আমিরা আবাসি। খাদিজার বয়স ছিলো ১৬ ও আমিরার ১৫ বছর। মনে করা হয় যে খাদিজা মারা গেছেন। কিন্তু আমিরার বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। শামীমার বাবা-মা যুক্তরাজ্যে থাকার সুবাদে ওখানেই শামীমা জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নেই। ২০১৯ সালে সিরিয়ার একটি শরণার্থী শিবিরে শামীমাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাওয়া যায়, যখন তার বয়স ছিলো ১৯ বছর। শামীমা একটা সন্তান জন্ম দিয়েছিলো। কিন্তু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সেই শিশুটি মারা যায়। ঐসময় জাতীয় নিরাপত্তার কারণে ব্রিটিশ সরকার শামীমার নাগরিকত্ব কেড়ে নিলে শামীমা সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং জানান যে তিনি যুক্তরাজ্যে ফিরে আসতে চান। শামীমা বেগম তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আইএস-এর নিয়ম-কানুন ও শাসনের অধীনে ছিলেন। শামীমা বেগম তুরস্ক হয়ে সিরিয়ার রাক্কায় পৌঁছানোর পর একজন ডাচ -বংশোদ্ভূত আইএস যোদ্ধার সাথে তার বিয়ে হয় এবং সেখানে তার তিনটি সন্তান হয় – যাদের সবাই মারা গেছে। উল্লেখ্য, শামীমা এটি স্বীকার করেছিলেন যে নিষিদ্ধ সংগঠন জেনেই তিনি আইএসে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরে তিনি এও বলেছিলেন যে এই দলে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত। 'জিহাদি বধূ' হিসেবে সংবাদমাধ্যমে পরিচিত শামীমার বর্তমান বয়স ২৪ বছর এবং তিনি সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আল-রোজ নামক এক বন্দিশিবিরে বসবাস করছেন। ইসলামিক স্টেট জঙ্গী গোষ্ঠীতে যোগ দেয়ার জন্য যুক্তরাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা বেগমকে কানাডার নিরাপত্তা সংস্থার এক গুপ্তচর সিরিয়ায় পাচার করেছিলো।

২০২২ সালে বিবিসি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিলো যে এই গুপ্তচর শামীমা বেগমের পাসপোর্টের বিস্তারিত তথ্য কানাডাকে জানিয়েছিলেন এবং আরও ব্রিটিশ নাগরিককে ইসলামিক স্টেটের হয়ে লড়াই করার জন্য পাচার করেছেন। ২০২২ সালে বিবিসি'র 'আই এম নট এ মনস্টার'এ কথা বলেছেন শামীমা বেগম। সেখানে তিনি বলেছেন, "মোহাম্মদ আল রশিদ তুরস্ক হতে সিরিয়া পর্যন্ত যাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল..আমার মনে হয় না পাচারকারীদের সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে সিরিয়ায় যাওয়া সম্ভব ছিল। উনি আরও বহু মানুষকে আসতে সাহায্য করেন...তিনি আমাদের যা যা করতে বলেছিলেন, আমরা তাই করছিলাম। কারণ তিনি সব জানতেন, আমরা তো কিছুই জানতাম না।" শামীমা বেগমকে পাচারে সাহায্য করার কিছুদিনের মধ্যেই মোহাম্মদ আল রশিদ তুরস্কের সানলিউরফা শহর থেকে গ্রেফতার হন। এক বিবৃতিতে মি. আল রশিদ জানিয়েছিলেন, তিনি শামীমা বেগম সহ যাদেরকে পাচারে সহযোগিতা করেন, তাদের সবার তথ্য তিনি সংগ্রহ করতেন, কারণ এসব তথ্য তিনি জর্দানে কানাডার দূতাবাসে পাঠাচ্ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করার পর বিষয়টি নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ২০১৯ সালে। কাউকে রাষ্ট্রবিহীন করা আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাপ- সে সময় এই বিতর্ক উঠলে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল শামীমা বেগম তার বাব-মার সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিতে পারেন।

কিন্তু ২০১৯ সালের মে মাসে লন্ডনে বিবিসি বাংলার স্টুডিওতে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছিলেন, শামীমা বেগমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। "শামীমা বেগমকে আমরা চিনি না। শামীমা বেগমের জন্ম ব্রিটেন। ব্রিটেনে বড় হয়েছে, শিক্ষা দীক্ষা ব্রিটেন। সে কোনোদিন বাংলাদেশে যায়নি। কখনো বাংলাদেশের নাগরিকত্বও চায়নি... তার বাব-মাও ব্রিটিশ নাগরিক।" মন্ত্রী বলেন, শামীমা বেগমের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের এবং তাকে নিয়ে তারা কী করবে সেটা তাদেরই দায়িত্ব। "আমাদের এর সাথে জড়ানো খুবই দু:খজনক।" এরপরও যদি শামীমা বেগম বাংলাদেশে গিয়ে হাজির হয়, তাহলে সরকার কী করবে? - বিবিসির এই প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, "আইন অনুযায়ী শাস্তি দেব, জেলে নিয়ে যাবো, সর্বোচ্চ শাস্তি হবে তার।" কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তো আদালতের? এই প্রশ্নে মি মোমেন বলেন, "বাংলাদেশের আইনেই মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। আপনারাই (ব্রিটেন) বলছেন সে সন্ত্রাসী। এ ধরনের সন্ত্রাসীদের কি এদেশে আদালতে নেওয়া হয়? আমেরিকাতে তো তাদের সোজা গুয়ানতানামো বে বন্দী শিবিরে নেওয়া হয়। আর প্রথম কথা তাকে (শামীমাকে) বাংলাদেশে ঢুকতেই দেওয়া হবে না।" (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৩.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

ধর্ষণ বিরোধী গ্রাফিতি আঁকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে প্রশাসনের মামলা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নে সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) কর্তৃপক্ষের অনমুতিক্রমে বিকেল পাঁচটায় আশুলিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহীন। কলা ও মানবিক অনুষদের দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুছে ধর্ষণ ও স্বৈরাচার বিরোধী গ্রাফিতি আঁকার ঘটনায় এ মামলা করা হয়েছে। এতে ছাত্র

ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অমর্ত্য রায় এবং সাধারণ সম্পাদক ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

এর আগে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় তাদের এক বছরের জন্য বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রয়ারি) বিকেলে আমি আশুলিয়া থানায় মামলার কাজ সম্পন্ন করেছি।" এর আগে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের দেয়ালে বঙ্গবন্ধুর গ্রাফিতি মুছে ধর্ষণবিরোধী গ্রাফিতি আঁকেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ ফ্রেব্রুয়ারি দুপুর থেকে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তিসহ তিনদফা দাবিতে চারদিন অনশন করেন ছাত্রলীগের দুই নেতা। এরপর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে অনশনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নূরুল আলম। এসময় তিনি জড়িতদের শাস্তির আশ্বাস দিয়ে ডাবের পানি পান করিয়ে তাদের অনশন ভাঙান।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

মিউনিখ সম্মেলনে অংশগ্রহণ বিশ্ব নিরাপত্তার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতিফলন: শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গত সপ্তাহে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে তার অংশগ্রহণ শান্তি, সার্বভৌমত্ব এবং সার্বিক বিশ্ব নিরাপত্তার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সম্মেলনের বিষয়ে শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) গণভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। তিনি জানান, সেখানে তিনি অর্থহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থায়নের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ ফেব্রুয়ারি মিউনিখ যান এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। মিউনিখে অবস্থানকালে তিনি সম্মেলনের ফাঁকে বেশ কয়েকজন বিশ্ব নেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শেখ হাসিনা তাঁর সফরকে সফল বলে উল্লেখ করেন। জানান, তিনি বিশ্ব নেতাদের বলেছেন, আকার নয়, একটি দেশের নীতির শক্তিই হচ্ছে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির পথ। শেখ হাসিনা জানান, বন্ধুপ্রতিম দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আরো দৃঢ় হয়েছে এবং সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, 'ফ্রম পকেট টু প্ল্যানেট : স্কেলিং আপ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের প্যানেলে তিনি অবিলম্বে গাজা ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে সব ধরনের শত্রুতা, অবৈধ দখলদারিত্ব ও নিরস্ত্র মানুষ; বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উপর অমানবিক হত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। "আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার বিরূপ প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও প্রভাব ফেলে;" যোগ করেন শেখ হাসিনা। অর্থহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও অর্থায়ন সহজলভ্য ও বাস্তবায়নের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "মানবতার অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে আমি এই কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরেছি যে, ক্ষুদ্র স্বার্থ কেবল দুর্দশা নিয়ে আসে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি।"

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে তিনি বিশ্ব নেতাদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা আরো বলেন, "আমি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বহুমুখী নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগণের জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি, তহবিলের প্রকৃত স্থানান্তর এবং ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ঝুঁকি মোকাবিলায়, ধনী দেশগুলোর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন এবং পারস্পরিক অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। আলোচনার সময় রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই ও দ্রুত সমাধানে কাতারের অব্যাহত সমর্থন দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি।

শেখ হাসিনা বলেন, "কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে পারস্পরিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, এলএনজি সরবরাহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সহিংসতা বন্ধে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি।" বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন নীতি ও অংশীদারিত্বের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাক্সেল ভন ট্রটসেনবার্গ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি মধ্যমআয়ের দেশগুলোর অন্তর্ভুক্তিতে অবদানের আলোকে চলতি অর্থবছরে বাজেট সহায়তা হিসেবে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত তহবিলের দ্রুত ছাড়ের আহ্বান জানিয়েছেন বলে জানান। উচ্চ-মধ্যম আয় ও উচ্চআয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত পথে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা আশ্বস্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনাকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস স্বাস্থ্য খাতে, বিশেষ করে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবায়, বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। সম্মেলনের ফাঁকে ইউক্রেনের

প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানান, তারা বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং গম, ভোজ্যতেল এবং অন্যান্য কৃষি পণ্য খাতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতার জন্য তাদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন। "ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত দ্রুত সমাধানের কার্যকর উপায় খুঁজে বের করার জন্য আমি তাকে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা গাজা উপত্যকার সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেছি;" জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেছেন যে, অনেক আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজনের সময় কাজ করে না। এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, "আমি মনে করি ইতোমধ্যে অনেক প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে কিন্তু সেগুলো সময়মতো কাজ করে না।" শেখ হাসিনা আরো জানান, বাংলাদেশ এবং ক্ষুদ্র ভূমিতে বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে তিনি ব্যস্ত। এ কারণে মধ্যম শক্তি বা উদীয়মান শক্তিগুলো নিয়ে নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার কোনো উদ্যোগ নেয়ার কথা তিনি এখন ভাবছেন না। "বাংলাদেশ এখন একটি ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে রয়েছে;" জানান শেখ হাসিনা। মধ্যম শক্তি ও উদীয়মান শক্তিগুলো নিয়ে নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি আমার দেশ, দেশের মানুষ, ছোট ভূখণ্ডের বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে ব্যস্ত আছি। হ্যাঁ, আমি আওয়াজ তুলি এবং যেখানে কোনো অন্যায় দেখি, সেখানে প্রতিবাদ করি। আমি সব সময় বলি, আমি যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।"(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

ক্ষমতার চর্চায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে, বিচারকদের প্রতি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয়, তা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বিচারকদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। "ক্ষমতা ও দায়িত্ব একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। দায়িত্ব পালনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। আবার ক্ষমতার চর্চায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে;" যোগ করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়। বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, আইনজীবী নেতা মমতাজ উদ্দিন ফকির অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

বাংলাদেশকে রাখাইনে চলমান সংঘাতের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হবে, গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

মিয়ানমারের চিন ও রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘাতের গতিপ্রকৃতি বাংলাদেশকে বুঝতে হবে; এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (বিআইপিএসএস)। আলোচকরা উল্লেখ করেন, ভারত, চীন ও বিশ্বের অন্য শক্তিশালী দেশগুলোর জন্য রাখাইন গুরুত্বপূর্ণ। বিআইপিএসএস-এর প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এ এন এম মনিরুজ্জামান বলেন, "মিয়ানমারের সার্বিক পরিস্থিতি বা সংঘাতময় পরিস্থিতি আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে।" তিনি যোগ করেন, "বিশেষ করে মিয়ানমারের চীন ও রাখাইন রাজ্যের ঘটনা প্রবাহ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হাবে।"

বিআইপিএসএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাফকাত মুনির, রোহিঙ্গা সংকট এবং এর বাইরে চলমান মিয়ানমারের সংকটের গতিপ্রকৃতি বোঝার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মনিরুজ্জামান গত অক্টোবরে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের উত্থানের মাধ্যমে এই অঞ্চলে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং চলমান অভ্যন্তরীণ কোন্দলের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "রাখাইন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, চীন, ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য বড় শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"

"চীনের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কিয়াকপিউ-তে তাদের একটি গভীর সমুদ্রবন্দর রয়েছে, যা চীনের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর ভারতের জন্য রয়েছে কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট; এর জন্য সীমান্তবর্তী রাজ্য চিন ও রাখাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন চলমান পরিস্থিতিকে একটি ক্রমবর্ধমান গৃহযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, "সেখানে এখন সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বেসামরিক বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে তাতমাদাও (মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী)।" ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবগুলো নিয়ে আলোচনা করেন তৌহিদ হোসেন। এই অঞ্চলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন তিনি এবং সংঘাতের উৎস ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতির উপর জোর দেন। বাংলাদেশের জন্য সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও রোহিঙ্গা ইস্যুর কৌশলগত গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তৌহিদ হোসেন।

মিয়ানমারে দায়িত্বপালনকারী বাংলাদেশের সাবেক ডিফেন্স অ্যাটাশে মেজর জেনারেল মো. শহীদুল হক, মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সংঘাতের বিপরীত প্রকৃতি নিয়ে একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। শহীদুল হক বলেন, "কিছু অনুমানের কারণে মিয়ানমার বিচ্ছিন্ন হবে না।" তাতমাদাও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করবে এবং মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে সংঘাতের অনন্য মাত্রা বোঝার গুরুত্বের ওপর জোর দেবে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। শহীদুল হকের মতে, পূর্ব সীমান্তে লড়াইয়ের গতি-প্রকৃতি পশ্চিম সীমান্তের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। "মিয়ানমারের প্রতিটি অঞ্চল, তাদের স্থিতিশীলতার জন্য নিজস্ব চ্যালেঞ্জ এবং প্রভাব উপস্থাপন

করে;" তিনি যোগ করেন। শহীদুল হকের মতে, একটি অঞ্চলে বিপর্যয় সামগ্রিকভাবে মিয়ানমারের জন্য সর্বনাশ নয়। তিনি আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগের চ্যানেল খোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ইউল্যাবের সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক সুদীপ চক্রবর্তীর অভিমত, মিয়ানমারের চলমান অস্থিরতা এবং এর আঞ্চলিক প্রভাবের প্রেক্ষিতে, প্রতিবেশী দেশগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশকে কৌশলগত পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এই সংকটে আসিয়ানের আরো বড় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন বক্তারা। তারা আঞ্চলিক রাজনীতির জটিলতা নিরসনে, বাংলাদেশের একটি সক্রিয় ও উদ্ভাবনী কূটনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করার অপরিহার্যতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

মিয়ানমার সীমান্তে আগের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না, প্রত্যাশা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের

মিয়ানমার সীমান্তে আগে যে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো, তেমন পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হবে না বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) মহান একুশে সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। "আমাদের দেশে ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছি। প্রতি বছর ৩৫ হাজার রোহিঙ্গা শিশু জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ, প্রতি বছর এই সংখ্যায় রোহিঙ্গা জনসংখ্যা বাড়ছে; হাছান মাহমুদ যোগ করেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের পক্ষে আর কোনো রোহিঙ্গাকে গ্রহণ করা কীংবা আশ্রয় দেয়া সম্ভব নয়। "মিয়ানমার সীমান্তে এর আগে যে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো, আশা করবো সেই ধরনের পরিস্থিতির আর হবে না;" উল্লেখ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাংবাদিকরা হাছান মাহমুদকে প্রশ্ন করেন, মিয়ানমারের জান্তা সরকার সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে তারা আবারো অভিযান চালাবে। এছাড়া অনেক রোহিঙ্গা সীমান্তে অবস্থান নিয়েছে, সরকার এই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবে? জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, "আপনারা জানেন, কয়েকদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মিউনিখে সিকিউরিটি কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। সেখানেও আমরা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেছি।" তিনি আরো জানান, যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল আসছে, এটি আমাদের দুই দেশের সম্পর্ককে আরো গভীর করার ক্ষেত্রে সহায়ক। সেখানে নিশ্চিতভাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি আমরা আলোচনা করবো।"

রাখাইনে অভিযান পরিচালনা করা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। "একই ধরনের কারণে আমাদের এখানে এর আগে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং সেখানকার মর্টার শেল আমাদের দেশে এসে পড়েছে, দুইজন নিহত হয়েছে। ৩৩০ জনের মতো তাদের সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য আমাদের দেশে এসেছিলো আবার তাদের ফেরত নিয়ে গেছে মিয়ানমার;" যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদুতকে ডেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, "সুতরাং আমরা আশা করবো এর আগে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো তা আর হবে না।" হাছান মাহমুদ বলেন, এর আগে যাদের মানবিক কারণে আশ্রয় দেয়া হয়েছে, তাদের কীভাবে ফেরত পাঠানো যায়, সে বিষয়ে কাজ চলছে। হাছান মাহমুদ জানান, "যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তা কামনা করেছি, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সরকারের ওপর যাতে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, সেজন্য ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

'আমরা ক্ষমতার পরিবর্তন চাই এবং বিশ্বাস করি এটি ঘটবে' : নজরুল ইসলাম খান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চলমান আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, "আমরা ক্ষমতার পরিবর্তন চাই এবং বিশ্বাস করি যে এটি অনিবার্যভাবে ঘটবে।" বিএনপির আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে আওয়ামী লীগ কথা বলতে পারে না উল্লেখ করেন নজরুল ইসলাম খান। শুক্রবার (২৩ ফেব্রয়ারি) গ্রেফতার অবস্থা মারা যাওয়া এক বিএনপির বাসায় যান নজরুল ইসলাম খান। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা, সমাজকর্মী ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল গত বছরের ৩০ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বিএনপির অভিযোগ, নির্যাতনের ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে বাবুলের মৃত্যু হয়েছে। গ্রেফতারের পর বুলবুলকে গাজীপুর কারাগারে পাঠানো হয়। এর ছয়দিন পর ৩০ নভেম্বর মারা যান তিনি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সময়ের দাবি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কৌশল প্রণয়ন করে। তিনি আরো বলেন, ১৯৯০ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এবং অতীতে বিভিন্ন আন্দোলনে তাদের দল বিজয়ী হয়েছে।

নজরুল ইসলাম খান যোগ করেন, "গত ২০০৭ সালে সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থার সময় নির্বাচন করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমাদের বাধার মুখে তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। আমরা এখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।" তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত একদলীয় শাসন বাকশাল বাতিল করে তাদের দল বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিএনপি সামরিক স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সেজন্য বাংলাদেশে আবার গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে বিএনপি। এক প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান বলেন, বিএনপিসহ অন্যান্য

বিরোধী দল দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যুগপৎ আন্দোলন করছে। তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগ আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারছে না বলে অভিযোগ করছে। বিএনপি ১৭ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে। তারা ১০-১২ বছর আগে থেকেই বলে আসছে, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি বিএনপির নেই। তারা (আওয়ামী লীগ) ২১ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিলো। সেই সময় তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিলো, নাকি সোজা ছিলো।" নজরুল ইসলাম খান বলেন, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসতে ২১ বছর লেগেছিলো। তাই বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার আওয়ামী লীগের নেই। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের অভিযোগ তুলেন নজরুল ইসলাম খান এবং সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিএনপি নেতা বুলবুলের মৃত্যুর ঘটনাকে 'হত্যার ঘটনা' আখ্যায়িত করেন নজরুল ইসলাম খান এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

রমজান আসার আগেই ডালের বাজার ঊর্ধ্বগতি, ব্যবসায়ীরা এখন বেপরোয়া

বাংলাদেশের কিছু ব্যবসায়ী এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, কোনোকিছু দিয়েই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না তাদের। প্রতিদিন বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়িয়েই চলেছেন তারা। বাজারে সঙ্কট থাকুক বা না থাকুক, প্রতিবছর রমজানকে সামনে রেখে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ানো এখানে একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমাদের ঢাকার বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদনে:

বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী এখন বেপরোয়া। কোনো কিছু দিয়েই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না তাদের। নিত্যদিন বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়িয়েই চলেছেন তারা। এতে ব্যাপক অসুবিধায় পড়ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। বাজারে সঙ্কট থাকুক বা না থাকুক, প্রতিবছর রমজানকে সামনে রেখে যেভাবেই নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এবারও তেমনটি হতে যাচ্ছে।

সিয়াম সাধনার এ মাসে বাঙালি মুসলমানদের কাছে ইফতারির অন্যতম প্রধান পণ্য ছোলা, যার প্রায় শতভাগই আমদানি-নির্ভর। রমজান দু'সপ্তাহের বেশি বাকি থাকলেও বেড়ে গেছে ছোলা, ডাবলি বুট, খেসারিসহ সব ধরনের ডালের দাম। অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময়মূল্য বেড়ে যাওয়া এবং এলসি সংকটকে।

গেলো একমাস আগেও পাইকারিতে যে ছোলার দাম কেজিতে ছিলো ৮৫ থেকে ৯০ টাকা, সেই ছোলা এখন পাইকারিতেই বিক্রি হচ্ছে ৯৫ থেকে ১০০ টাকায়। বাজারে মটর ডালের দামও বেড়েছে কেজিতে ৮ টাকা। বেসন তৈরিতে ব্যবহৃত অ্যাংকর ডাল এখন ৭২ টাকা কেজি। যেখানে কেজিতে বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। ডালের বাজারের এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ডাল ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সভাপতি মোঃ নেসার উদ্দিন খান বলেছেন, (স্বকণ্ঠে) : "এবছর ডলারের দাম এত বেশি যার জন্য এখন ছোলার দাম কিছুদিন আগে ছিল ১০২ টাকা। তারপরে নামছিল ৯২ টাকা, নামছিল ১০ টাকা। আবার এখন বাড়তির দিকে।"

এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ডাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজী শফি মাহমুদ বলছেন, (স্বকণ্ঠে): "গত রোজাতে আমরা ৬০/৬৫ টাকা বিক্রি করেছি। কিন্তু এবারে সেভাবে পারতেছি না। কারণ ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে। আমাদের যেহেতু বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আমার দেশে যেহেতু মাল নাই, এই মাল যেহেতু উৎপাদন হয় না, সেই কারণে কিন্তু আমাদের বেশি দামে কিনে আনতে হইতেছে।"

বড় কিছু গ্রুপ অফ কোম্পানি ডালের আমদানি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের ইচ্ছার অভাবেই ডালের দাম বাড়ছে। বছরের এসময়টাতে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা দেখা যায় তার প্রতিফলনই দেখা যাচ্ছে বাজারে। জানা গেছে, দেশে সীমিত পরিসরে ছোলার উৎপাদন হয়। আর চাহিদার সিংহভাগই আসে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মিয়ানমার ও তানজানিয়া থেকে। চলতি বছর চাহিদার তুলনায় আমদানি কম হওয়ায় রোজায় পণ্যটির দাম বেশি হবে বলেই ধরে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ফলে আগে থেকেই মজুদের পাশাপাশি বিক্রির ক্ষেত্রে বাড়তি দাম হাঁকিয়ে পণ্যমূল্য বাড়ানো হয়েছে কৌশলে। এক মাসের ব্যবধানে ছোলার দাম বেড়েছে তাই রেকর্ড পরিমাণ।

এ কারণে বাড়তি চাহিদাকে পুঁজি করে আমদানিকারক ও মজুদদার ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও বড় ব্যবসায়ীদের বেধে দেয়া দামের সঙ্গে সমন্বয় করতে ছোলার দাম বাড়ানো হয়। দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ছোলা আমদানির সঙ্গে যুক্ত থাকায় সহজেই পণ্যটির দাম বাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে এ পরিস্থিতিতে সরকার যদি শক্ত হাতে বাজার মনিটরিং না করে, তাহলে শবে বরাতের পর আরেক দফা দাম বাড়ার সম্ভবনা রয়েছে ছোলাসহ ডালের বাজারে, এমন আশংকা খুচরা ব্যবসায়ীদের।

এদিকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছে, বাজারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হলে সরকার কঠোর হবে। শিগগির নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি আগামী ১ মার্চ থেকে চালু হবে ৩৩৩ হটলাইন। কোনো ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করলে ভোক্তারা হটলাইনে অভিযোগ জানাতে পারবেন। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৩.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো উদ্বেগ নেই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো উদ্বেগ নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জার্মানি সফর শেষে দেশে ফিরে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। বিস্তারিত ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদনে :

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো উদ্‌বেগ নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি শেষ হওয়া জার্মান সফর নিয়ে আজ শুক্রবার সকালে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি। পরে সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বহিঃবিশ্বের অবস্থান কী জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ দেশের নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনো উদ্‌বেগ নেই,(স্বকণ্ঠে): "ইলেকশন নিয়ে কেউ আমাকে কোনো কথা বলেনি। কারণ তারা নিজেরাই জানতো যে ইলেকশনে আমি জিতে আসবো।" দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিকল্পনা জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা নির্বাচনকে বানচাল করতে চেয়েছিল, তারাই বাজারকে অস্থির করে তুলছে। তবে রমজানে পণ্যের কোনোরকম ঘাটতি হবে না,(স্বকণ্ঠে): "রমজানে কিন্তু কোনো জিনিসের অভাব হবে না। ইতোমধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু করা আছে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দেশে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনেছে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, পাকিস্তান এখনতো বোধহয় একটা সমঝোতায় এসেছে কে প্রেসিডেন্ট হবে, কে কী হবে। এ রকম যদি বাংলাদেশে হতো, তাহলে বোধহয় সমালোচনাকারীরা খুব বেশি খুশি হতো, (স্বকণ্ঠে): "এক দেশে যদি এখন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করতে ১২/১৩ দিন সময় বেশি লাগলেও সেই ইলেকশন ফ্রি-ফেয়ার। আর বাংলাদেশে এত সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সাথে সাথে মানে ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেজাল্ট এসে গেল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে দেশ রেজাল্ট দিতে পারলো, সেটা ফ্রি-ফেয়ার না। এই রোগের কোনো ঔষধ আমাদের কাছে নাই।"

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৩.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

এনএইচকে

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন প্রসঙ্গে জি-২০'এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতভেদ

ইউক্রেন লড়াই'এর দ্বিতীয় বার্ষিকী এগিয়ে আসার মুখে দেশটিতে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে ২০টি বৃহৎ অর্থনীতির জোট, জি-২০'এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রিও ডি জেনেইরোতে দুই দিনব্যাপী জি-২০ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন করেছিল ব্রাজিল, যা বৃহস্পতিবার শেষ হয়। এতে, কূটনীতিকরা ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের পাশাপাশি জাতিসংঘ'সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধিবেশনের পরে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েইরা বলেন, "বেশ কয়েকটি দেশ ইউক্রেন-যুদ্ধের নিন্দা পুনর্ব্যক্ত করেছে, যেমনটি ২০২২ সাল থেকে হয়ে আসছে।" উল্লেখ্য, শিল্পোন্নত সাতটি দেশের জোট জি-৭'এর সদস্যরা ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা করলেও সম্মিলিতভাবে 'গ্লোবাল সাউথ' নামে পরিচিত উন্নয়নশীল দেশসমূহ এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থেকেছে। বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে ভিয়েইরা জানান, অংশগ্রহণকারীরা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে অকার্যকর বলে বর্ণনা করে সংস্থাটির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। ব্রাজিল সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জি-২০'এর দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

ব্যবস্থাপনার উন্নতি না করে আবার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি?

মার্চের প্রথম দিন থেকে ফের বিদ্যুতের দাম বাড়তে পারে। একই সঙ্গে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের কথাও বলেছেন খনিজ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। এখন পর্যন্ত যা আভাস পাওয়া গেছে তাতে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ৩০ থেকে ৮০ পয়সা বাড়তে পারে। ২০২৩ সালের মার্চে সর্বশেষ বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়। তখন বাড়ানো হয় শতকরা পাঁচ ভাগ। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, এবার তিন থেকে চার শতাংশ বাড়বে। তবে বিদ্যুতের দামের নানা ধরনের স্লট থাকায় লাইফ লাইন পর্যায়ে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না বলে তিনি দাবি করেছেন। তার কথা, "ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে মূল্য সমন্বয় করা হচ্ছে।" গত দেড় দশকে পাইকারি পর্যায়ে ১২ বার এবং গ্রাহক পর্যায়ে ১৩ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। এদিকে শীত যাওয়ার আগেই লোডশেডিং শুরু হয়ে গেছে। তবে পিডিবি দাবি করছে, এখন পর্যন্ত কোনো লোডশোডিং নেই। পিডিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শামীম আহসান বলেন, বৃহস্পতিবার বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১০ হাজার ৫৯৮ মেগাওয়াট, উৎপাদনও ছিল ঠিক সমপরিমাণ। কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু বাস্তবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং হয়েছে।

এবার গ্রীষ্ম মৌসুমে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ধরা হয়েছে ১৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট। গত বছরের চেয়ে চাহিদা বেড়েছে ১১ শতাংশের মতো। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার ৪৮১ মেগাওয়াট হলেও এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট হয়েছে গত বছরের ১৯ এপ্রিল। এ বছর গরমের সময় সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও কোনোভাবেই লোডশেডিং এড়ানো যাবে না। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী শামসুল আলম বলেন, "বিদ্যুৎ উৎপাদনের

সক্ষমতা থাকলেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না। কারণ, আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিনির্ভর। মূল কাঁচামাল হলো গ্যাস। এখন আমাদের গ্যাসেরই সংকট চলছে। উৎপাদন বাড়লে ব্যয় বাড়বে। আর সেটা আবার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে নেয়া ছাড়া সরকার আর কোনো পথ দেখছে না। ফলে লোডশেডিং করেই সরকার খরচ কমাবে।" তার কথা, "বারবার একতরফাভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। কোনো গণশুনানি করা হচ্ছে না। কিন্তু ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটিয়ে, দুর্নীতি কমিয়ে, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে বসিয়ে অর্থ দেয়া বন্ধ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমানো সম্ভব। সরকার সেটা তো করছে না। সাধারণ মানুষের ওপর দামের বোঝা চাপিয়ে কষ্ট দিচ্ছে।"

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সাবেক সদস্য মকবুল ই ইলাহী চৌধুরী বলেন, "বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে গ্যাস লাগে, সেটা আমাদের আছে। কিন্তু গ্যাস উত্তোলন না করে একটি মহলকে সুবিবধা দিতে আমদানি বাড়ানো হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বাড়ছে।" বিদ্যুতের দাম বাড়লে তার পুরো চাপ সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে বলে মন্তব্য করেন কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সহ সভাপতি এস এম নাজের হোসেন। তিনি বলেন, "বিদ্যুতের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি আবার বাড়বে। বিদ্যুৎ খরচ বাড়ার প্রভাব পড়ে সবখানে। কৃষি ও ভোগ্যপণ্য, পরিবহণ খরচ সবকিছু বেড়ে যায়। কিন্তু সরকার চাইলে বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়েও পারে। ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের নামে যে অর্থ পরিশোধ করা হয়, সেটা বাদ দিলে উৎপাদন খরচ কমে যায়। আর আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও এখানে কমছে না। এই জ্বালানি তেলের ব্যবসা আবার সরকার এককভাবে করে।"

তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহ সভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, "আবারো বিদ্যুতের দাম বাড়লে পোশাক শিল্পসহ সব শিল্পেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এর আগে শিল্প গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমরা গ্যাস পাই না। আমাদের উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের দাম বাড়লে উৎপাদন খরচ আরো বাড়বে। এমনিতেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিসহ নানা কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ ভাগ এবং ইউরোপে ১৭ ভাগ পোশাক রপ্তানি কমে গেছে।"

তবে বিষয়টিকে পুরো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিপর্যয় হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেন, "ভ্রান্ত নীতির কারণে আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। যেখানে আমাদের জ্বালানি সার্বভৌমত্ব থাকার কথা ছিল, সেখানে আমরা আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছি। ফলে আমরা এখন অন্যের ওপর নির্ভশীল। তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ-এর একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত। এর মধ্যে আমাদের গ্যাস থাকলেও তা উত্তোলন না করে আমরা এলএনজি আমদানি করছি। ফলে বিদ্যুতে আমরা বিপর্যয়ের মুখে পড়ছি। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আর সেই খরচ নেয়া হচ্ছে গ্রাহকদের কাছ থেকে। সরকারের ভ্রান্ত নীতির বলি হচ্ছেন গ্রাহকরা।" তার কথা, "বিদ্যুতের দাম বাড়লে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়, বেড়ে যায় পরিবহণ খরচ। ফলে সার্বিকভাবে সব কিছুর দাম বেড়ে যায়। বেড়ে যায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি। যার চাপ পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর।" তিনি বলেন, "মূল্যস্ফীতির সঙ্গে আয় না বাড়লে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ, সীমিত আয়ের মানুষ, তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। তারা কম কেনেন, কম খান। ফলে পুষ্টির অভাব দেখা দেয় আর দারিদ্র্য বেড়ে যায়। যেমন ঢাকা শহরে দারিদ্র্য বেড়েছে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০২.২০২৪ রিহাব)

ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিলের বিরুদ্ধে শামীমার আবেদন নাকচ

ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে ব্রিটিশ টিনএজার শামীমা বেগম তার স্কুলের দুই বান্ধবীসহ ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিরিয়া গিয়েছিলেন। পরে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন বর্তমানে ২৪ বছর বয়সি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামীমা। শুক্রবার সেই আবেদন নাকচ করে দেন লন্ডনের আপিল আদালত। শামীমার আইনজীবীরা পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। সবগুলোই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রায় দেওয়ার সময় বিচারক সু কা বলেন, "এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, মিস বেগমের মামলায় দেওয়া সিদ্ধান্তটি কঠোর ছিল, এটিও যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, মিস বেগম নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। কিন্তু এই আদালতের কাজ উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হওয়া বা না হওয়া নয়, আমাদের একমাত্র কাজ হলো বঞ্চনার সিদ্ধান্তটি বেআইনি ছিল কিনা, তা মূল্যায়ন করা। আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এটি (বেআইনি) ছিল না এবং আপিল খারিজ করা হয়েছে," বলেন তিনি। শামীমা চাইলে এখন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন।

২০১৯ সালে সিরিয়ার এক শরণার্থী শিবিরে শামীমা বেগমের ছবি প্রকাশ হওয়ার পর তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল কর্তৃপক্ষ। এর বিরুদ্ধে গত অক্টোবরে আপিল করেছিলেন শামীমা। সিরিয়া গিয়ে শামীমা এক আইএস সদস্যকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের তিন সন্তান হয়েছিল, কেউই বাঁচেনি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল হওয়ার পর শামীমা বলেছিলেন, তিনি রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ২০২০ সালে যুক্তরাজ্যের একটি ট্রাইব্যুনাল রায় দেয় যে, তিনি রাষ্ট্রহীন নন, কারণ যখন তার নাগরিকত্ব বাতিল করার সিদ্ধান্ত হয় তখন বাংলাদেশি মায়ের কারণে তিনি 'বংশসূত্রে বাংলাদেশের একজন নাগরিক' ছিলেন। এরপর 'স্পেশাল ইমিগ্রেশন আপিলস কমিশনে' করা চ্যালেঞ্জ গতবছর হেরে যান শামীমা। তিনি বর্তমানে সিরিয়ার এক শরণার্থী শিবিরে রয়েছেন। আইএস-এ যোগ দিতে প্রায় ৯০০ মানুষ ব্রিটেন থেকে সিরিয়া ও ইরাক গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রায় দেড়শ জনের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে বলে সরকারি হিসেবে জানা গেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে কাজ করছে সরকার: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে কাজ করছে সরকার। নতুন করে আর কোন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের সিআরবিতে সিটি কর্পোরেশনে একুশে স্মারক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। বিএনপি'র আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন অতীতের মত জ্বালাও পোড়াও কিংবা মানুষ হত্যার কোন কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না। তবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করলে বাধা দেওয়া হবে না। হাছান মাহমুদ আরো বলেন সরকার পরিবর্তন করতে হলে বিএনপিকে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে নির্বাচনে জনগণ যাকে ভোট দেবে তারা সরকার গঠন করবে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

টেকনাফের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে গোলাগুলি ও মর্টারশেলের শব্দ; আতঙ্কে বাংলাদেশীরা

তিন দিন বন্ধ থাকার পর আবারো টেকনাফের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে গোলাগুলি এবং মর্টারশেলের শব্দ শোনা গেছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত টেকনাফ উপজেলার ওয়াইক্যাং এর পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার এলাকায় গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিকেল পাঁচটার দিকে সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়ার পুর্বপাশ থেকে মর্টারশেলের বিকট শব্দ ভেসে আসে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে গত সোমবার বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিচারকদের মাধ্যমে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

বিচারকদের মাধ্যমে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় সেদিকে কঠোরভাবে খেয়াল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। শুক্রবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশীয় সাংবিধানিক আদালত বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বলেন সরকার বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা দক্ষতা ও জবাবদিহিতে নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি দেশের বিচারবিভাগ স্বাধীন উল্লেখ করে আরো বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল। এ ধারা অব্যাহত রেখে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সম্মিলিত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

স্বৈরাচার পতনে বিএনপির যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রক্তের বিনিময়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে

স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে বিএনপির যারা নির্যাতন গুম, খুন ও শহীদ হয়েছেন তাদের রক্তের বিনিময়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। শুক্রবারে রাজধানীর গোপীবাগে কারাগারে নিহত বিএনপি নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুলের পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপি আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটাতে পারবে না আওয়ামী লীগ নেতাদের এমন দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ৭৫ পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় আসতে আওয়ামী লীগের যে ২১ বছর লেগেছে সে কথা মনে করিয়ে দেন বিএনপির এই নেতা। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ঢাবিতে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ১ম বর্ষের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের কলা আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থী অভিভাবক বৃন্দের ভোগান্তি লাঘবে এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসসহ দেশের অন্য সাতটি বিভাগীয় শহরে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ভর্তি পরীক্ষায় ২৯৩৪টি আসনের বিপরীতে ১ লাখ ১২ হাজার ২৭৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

চিনির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে সরকার

আসন্ন রমজান ও জনগণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে চিনির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে সরকার। ফলে কেজি প্রতি আগের দর অনুযায়ী চিনির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৪০ টাকাই বহাল রইল। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা বৃহস্পতিবার রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে একই দিন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি মিলের চিনির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বিশ টাকা বাড়িয়ে ১৬০ টাকা নির্ধারণের কথা জানিয়েছিল চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। এই ঘোষণার আগে কেজি প্রতি চিনির মূল্য ১৪০ টাকা নির্ধারণ করে সংস্থাটি।
(রেডিও টুডে :৮৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

মাদারীপুরের শিবচরে বাস-ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে চারজন নিহত

মাদারীপুরের শিবচরে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস ওয়েতে বাস ও ট্রাকের মধ্য সংঘর্ষে নারী ও শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার এক্সপ্রেস ওয়ের সূর্যনগর এলাকায় এই এলাকায়

এই দুর্ঘটনা ঘটে। শিবচর হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাকিল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে :৮৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

যারা পণ্য মজুদ করে দাম বাড়ায় তাদের গণধোলাই দেয়া উচিত : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা পণ্য মজুদ করে দাম বাড়ায় তাদের গণধোলাই দেয়া উচিত। সকালে গণভবনে জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা জানাতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন মার্চে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ছিল এবং এখনো আছে। জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে দাম বাড়ানো হয়। যারা সরকার উৎখাতের জন্য আন্দোলনকারী তাদের হাত রয়েছে এগুলোর পেছনে। এর আগে পেঁয়াজের খুব অভাব পরে দেখা গেল বস্তাপচা পেঁয়াজ পানিতে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এদেরকে ধরে গণধোলাই দেয়া উচিত। সরকার কিছু বললে মানুষ বলবে সরকার করেছে, তাই জনগণ যদি এগুলোর প্রতিকার করে তাহলে কেউ কিছুই করতে পারবে না। নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে একটি শ্রেণী চক্রান্ত করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আওয়ামী লীগ যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে এমন ষড়যন্ত্র আগেও ছিল এবং এখনো আছে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ১৪৪ জন বাংলাদেশী

ত্রিপলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লিবিয়ার বেন গাজী শহরের বিভিন্ন স্থানে আটক ১৪৪ জন অনিয়মিত বাংলাদেশী দেশে ফিরেছেন। শুক্রবার ভোর চারটায় বোরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইট যোগে বেন গাজী হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবাসন করেছে। এ নিয়ে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৩৯০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে লিবিয়া থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তারা ত্রিপোলি ও বেন গাজী শহরের বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার সহ বিভিন্ন স্থানে আটকে ছিলেন।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

কুসিক উপনির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপ-নির্বাচনে মেয়র পদের প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে নগরীর ছোকড়া এলাকায় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ফরহাদ হোসেন প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ করেন। জানা গেছে মেয়র পদে কুসিক নির্বাচনে চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এবং তাদের মনোনয়ন বৈধতা পেয়েছে। কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাংগঠনিক সম্পাদক এমপি বাহার কন্যা তাহাসিন বাহার সূচনা বাস প্রতীক পেয়েছেন। মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য নুরুর রহমান মাহমুদ তানিম হাতি প্রতীক পেয়েছেন। দুইবারের সাবেক মেয়র বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা মনিরুল হক সাক্কু টেবিল ঘড়ি এবং বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা নিজামুদ্দিন কায়সার ঘোড়া প্রতিক পেয়েছেন। আগামী ৯ই মার্চ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

সাতক্ষীরার ইছামতি নদী থেকে এক বিএসএফ সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে

সাতক্ষীরা সদরের দক্ষিণ হাটদহ সীমান্তের ইছামতি নদী থেকে সিরাজুল ইসলাম নামের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের এক সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১:০০ টার দিকে ঝড়ের কবলে পড়ে সীমান্তের ইছামতি নদীতে টহল রত ভারতীয় একটি ট্রলার ডুবে তার মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

বিশ্বের মধ্যে বায়ু দূষণে ঢাকার অবস্থান আজ পঞ্চম

বায়ু দূষণে বিশ্বের শহর গুলোর মধ্যে শুক্রবার ঢাকার অবস্থান পঞ্চম। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে সকালে ঢাকার স্কোর ছিল ১৬৩। এই বায়ু অস্বাস্থ্যকার হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কিউ আই স্কোরের শীর্ষা রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। যার স্কোর ১৭৭, দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তানের আরেক শহর করাচি। আর ১৭৪ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

শবে বরাত কে সামনে রেখে বাড়ছে গরুর মাংসের দাম

শবেবরাতে রুটি-মাংস খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। তাই এ উপলক্ষে মাংসের বাড়তি চাহিদা থাকে। এবারের শবেবরাতের এখনো দুদিন বাকি। কিন্তু তার আগেই বাজারে গরুর মাংসের দাম কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে ৭২০ থেকে ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় গরুর সরবরাহ কম থাকায় দোকানিরা বলছেন, দাম আরও বাড়তে পারে। এ সময়ে ব্রয়লার মুরগির চাহিদাও বাড়ে। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি এলাকাভেদে ২১০ থেকে ২৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ডিমের হালি বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকায়।

অন্যদিকে, ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির প্রক্রিয়া শুরু হলেও পণ্যটির দাম কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকায়। এ ছাড়া বাজারে পর্যাপ্ত শাকসবজি থাকলেও তুলনামূলভাবে দাম কমেনি। প্রতি কেজি সবজি মানভেদে ৩০ থেকে ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর নিত্যপণ্য ও কাঁচাবাজার ঘুরে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এদিকে সয়াবিন তেলের দাম লিটারপ্রতি ১০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত

হলেও আগামী ১ মার্চ থেকে তা কার্যকর হবে। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে আশ্বস্ত করা হলেও নিত্যপণ্যের দামে সাধারণ মানুষের অস্বস্তি আপাতত কমছে না। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৩.০২.২০২৪)

জাগো এফএম

সুপ্রিম কোর্টের সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ও ভারতের প্রধান বিচারপতি

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। একই অনুষ্ঠানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় যোগদান করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের উদ্যোগে আয়োজিত শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারি বেলা পৌনে ১১টায় সুপ্রিম কোর্টের ইনার গার্ডেন চত্বরে 'সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউশনাল কোর্স ইন দ্যা টোয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তারা। 'ভারত-বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, দক্ষিণ এশিয়ার একবিংশ শতাব্দীর সাংবিধানিক আদালত' শীর্ষক ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আরো দুইজন বিচারপতি বাংলাদেশে এসেছেন। এসেছেন কলকাতা হাইকোর্টের অন্য দুই বিচারপতিও। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোঃ মোমতাজ উদ্দিন ফকির, আপিল বিভাগের বিচারপতি মোঃ বোরহান উদ্দিন উপস্থিত রয়েছেন। আগামীকাল শনিবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানেও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

নীতির শক্তিতেই মানবতার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তি : প্রধানমন্ত্রী

দেশের আকার নয় বরং নীতির শক্তিতেই যে মানবতার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তি এটি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণভবনে জার্মান সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সকাল সাড়ে ১০টার পর প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলন শুরু হয়। এতে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। যথারীতি লিখিত বক্তব্য পড়েন প্রধানমন্ত্রী। লিখিত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মিউনিখে আমার এই ফলপ্রসূ সফরের ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের শান্তি, সার্বভৌমত্ব ও সর্বাঙ্গীণ নিরাপত্তার প্রতি অঙ্গীকার বলিষ্ঠরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের আকার নয় বরং নীতির শক্তিতেই যে মানবতার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তি, এবারের সম্মেলনে আমি এই বার্তাই বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছি। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় এ সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেবে? এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, 'আর্থ-সামাজিক উন্নতি যাতে টেকসই হয়, সেটা লক্ষ্য রেখেই আমাদের কার্যক্রম। আমরা একটা পর্যায়ে উঠে এসেছি, সেটা যাতে টেকসই হয়, সেটাই মূল লক্ষ্য।

যানজট নিয়ে তিনি বলেন, মেট্রোরেল এবং এক্সপ্রেসওয়ে হওয়াতে যানজট অনেকটা কমেছে। অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। আরো ৫টা মেট্রোরেল হলে এবং এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হলে যানজট হয়তো আর থাকবে না। কিছু কথা বলা আমাদের বাঙালির স্বভাব। কিছুই ভালো লাগে না তাদের। আলোচনা দেখেছি, ৩০ হাজার কোটি টাকা কেনো লাগবে, তিন হাজার কোটি টাকা দিয়ে যানজট কমানো যাবে। পরে তাদের জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার? বলে আপা আমি কিন্তু কিছু বলিনি।' যানজট কমাতে শহরে ট্রাফিক লাইট লাগাতে বলে দিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'যানজট নিয়ে আজকে প্রশ্ন এসছে, আমি কিন্তু গতকালই ট্রাফিক লাইট লাগাতে বলে দিয়েছি। যাতে করে ট্রাফিক জ্যাম কম থাকে।' প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, 'আমি যেটা বলেছি সেটা তো স্পষ্ট। আমরা যুদ্ধ চাই না। যুদ্ধকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা তো আমাদের আছে। আমাদের এখানেও তো হয়েছে। গাজায় যা হচ্ছে সেটা তো অমানবিক। হাসপাতালেও হামলা হচ্ছে। এটা তো মানবতা বিরোধী অপরাধ। বিশ্বনেতারা দুমুখো নীতি অবলম্বন করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ইস্যুতে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। ক্ষমতায় থাকতে পারবো কি না, সেটা দেখার বিষয় নয়। আমার টার্গেট ছিল, ২০২১, দেশটাকে একটা ধাপ উপরে উঠাবো, সেটা করে ফেলেছি।' তিনি বলেন, 'যুদ্ধ তো সুনির্দিষ্ট দেশে সীমাবদ্ধ থাকছে না। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রভাবে সারাবিশ্বে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। যন্ত্রণায় যুদ্ধের সম্মুখীন দেশ বেশি ভুগছে। কিন্তু এটার প্রভাব সারাবিশ্বে পড়ছে। আমাদের মতো বিভিন্ন দেশের মানুষও কষ্ট পাচ্ছে। আমরা রোহিঙ্গাদের জায়গা দিয়েছি, আমরা তো মিয়ানমারের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাইনি। মাথাঠাণ্ডা রেখে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করছি, এটার সুফলও পাচ্ছি।'

লিখিত বক্তব্যের পর প্রথমে প্রশ্ন করেন সাংবাদিক মনজুরুল ইসলাম বুলবুল। তিনি টানা চতুর্থ ও পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় অভিনন্দন জানান শেখ হাসিনাকে। পাশাপাশি ১১জন গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংসদ সদস্য মনোনয়ন দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। এসময় হাসতে হাসতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দিছি কেনো জানেন না? সাংবাদিকরা যাতে আমাদের সমালোচনা না করতে পারে, সেজন্য।' পরে উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'যেহেতু সংসদ সদস্য করার সুযোগ পেয়েছি। সব শ্রেণীপেশার মানুষকে আনার চেষ্টা করেছি। সংসদে কী হয়, সেগুলো সবার জানা ও দেখা দরকার।' দুর্ভিক্ষ নিয়ে প্রশ্নোত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ষড়যন্ত্র ছিল, ষড়যন্ত্র তো আছেই। ষড়যন্ত্র প্রত্যেকবারই

হচ্ছে। বার বার করেছে। নির্বাচন যাতে না হয়, বিরাট চক্রান্ত ছিল। ২৮ অক্টোবরের ঘটনা আপনারা জানেন। এগুলো হঠাৎ করে নয়, পরিকল্পিতভাবে করেছে। নির্বাচন যখন বানচাল করতে পারবে না, বুঝে গেছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। তাই তারা পরিকল্পনা করেছে, দ্রব্যমূল্য বাড়বে আর তারা আন্দোলন করবে।'

তিনি বলেন, 'ডিম লুকিয়ে রেখে দাম বাড়ানোর কথা তো আপনিই বললেন। আপনার কি মনে হয় না, যারা সরকার উৎখাতে আন্দোলন করে তাদেরও এখানে কারসাজি আছে? এর আগে দেখলাম পেঁয়াজের খুব অভাব। পরে দেখা গেলো বস্তাকে বস্তা পেঁয়াজ পানিতে ফেলে দিচ্ছে। এই লোকগুলোকে কী করা উচিত, সেটা আপনারাই বলেন। এদের তো গণধোলাই দেওয়া উচিত। কারণ আমরা সরকার কিছু করলে বলবে, সরকার করেছে। পাবলিক যদি প্রতিকার করে, তাহলে সব থেকে ভালো, কেউ কিছু বলবে না। জিনিস লুকিয়ে রেখে পঁচিয়ে ফেলে দেবে আর দাম বাড়াবে।'

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর প্রথমবারের মত সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবাদ সম্মেলনে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে সম্প্রতি জার্মানি সফরের নানা অভিজ্ঞতা জানান। এর আগে সোমবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে তিনদিনের সরকারি সফর শেষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন প্রধানমন্ত্রী। মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ছাড়েন তিনি। মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সের সভাপতির আমন্ত্রণে সেখানে যান প্রধানমন্ত্রী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের পর দেশের বাইরে এটিই ছিল তার প্রথম সরকারি সফর।

জার্মানিতে অবস্থানকালে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন শেখ হাসিনা। পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানি এবং ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন। এছাড়াও এ সফরে জার্মানিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি নাগরিক সংবর্ধনায়ও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

ক্ষমতার অপব্যবহার যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে : রাষ্ট্রপতি

দেশ, জনগণ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিচারকরা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন বলে প্রত্যাশা করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। একই সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহার যেন না হয় সেদিক কঠোরভাবে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান তিনি। শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে 'একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবিধানিক আদালত, বাংলাদেশ ও ভারত থেকে শিক্ষা' শীর্ষক কনফারেন্সের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, 'ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। আবার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় সেদিকে কঠোরভাবে খেয়াল রাখতে হবে।' বিচারকদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'দেশ, জনগণ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।' তিনি আশা করেন, 'বিচার প্রার্থীরা অত্যন্ত কম খরচে ও কম সময়ে ন্যায়বিচার পাবেন। বিচারকরা তাদের মেধা ও মননশীলতার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন।'

দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বিচার বিভাগকে সামিল হতে হবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, 'সরকার বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' তিনি আরো বলেন, '১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তার যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বল্প সময়ে বিচার প্রার্থীদের ন্যায়বিচারে কাজ করে যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। জাতির ক্রান্তিকালে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখন সুপ্রিম কোর্ট তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধানকে রক্ষা করেছে বলে জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

তিনি বলেন, শান্তি ও সঙ্কটে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক এবং রক্ষক হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।' স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ষড়যন্ত্রকারীদের সেই নীল নকশা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে।' দক্ষিণ এশিয়ার দুটি বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ-ভারত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় নিজ নিজ যাত্রায় অনন্য পথ অতিক্রম করেছে বলে জানান রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশই এমন দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছে, যেখানে বিচার বিভাগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায়, পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন এবং সুশাসনের নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখতে হস্তক্ষেপ করেছে।' রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ও বন্ধুপ্রতিম দেশ। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।' এসময় তিনি দুই দেশের বিচার বিভাগ, বিচারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিনিময়ের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হতে পারে বলে মত দেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের আদালতগুলোকে মামলা জট নিরসন, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার এবং বিচারিক জবাবদিহিতার মতো বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি বিচার বিভাগের উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ভারতের প্রধান বিচারপতি ড. ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় উপস্থিত হয়ে সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক বহুমাত্রিকতা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিসহ অন্যান্য সব অতিথিদের স্বাগত জানান। কনফারেন্সে আরো বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোঃ মোমতাজ উদ্দিন ফকির এবং আপিল বিভাগের বিচারপতি বোরহান উদ্দিন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

ময়লা পরিষ্কারে খালে নামলেন মেয়র আতিক

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে লাউতলা ও রামচন্দ্রপুর খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ময়লা পরিষ্কার অভিযান শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ডিএনসিসি। শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকাল সোয়া ১০টা থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রমে ডিএনসিসির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিডি ক্লিনের এক হাজার ৫০০ সদস্য। খালে ময়লা পরিষ্কারে নামার আগে মোহাম্মদপুরের বছিলার পশ্চিমাঞ্চল পুলিশ লাইন মাঠে বিডি ক্লিনিংয়ের স্বেচ্ছাসেবীদের শপথ পাঠ করান ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম। পরে হাতে গ্লাভস পরে মেয়র নিজেই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারে খালে নেমে যান। এসময় আতিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আগে লাউতলা খালে ট্রাক স্ট্যান্ড ছিল। আমরা সেখান থেকে স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করেছি এবং পরবর্তীতে খালটি খনন করেছি। খালের দুপাড়ে বিভিন্ন রকমের ফল, ফুল, ওষুধি গাছ লাগিয়েছি। এছাড়া খালের দুপাড়ে হাঁটাচলার পথ তৈরি করেছি। এখন সেখানে পানিপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে।'
তিনি বলেন, 'আমরা খাল পরিষ্কার করে দিয়ে যাই, কিন্তু নাগরিকরা আবার খালে ময়লা ফেলেন। খালের সৌন্দর্য ধরে রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ লাউতলা ও রামচন্দ্রপুর খাল পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছি।' ডিএনসিসি মেয়র বলেন, 'আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি, আমরা যদি আমাদের আঙিনাগুলো পরিষ্কার রাখি, তাহলে এই নগর পরিষ্কার থাকবে। এডিস এবং কিউলেক্স মশা থাকবে না।' তিনি বলেন, 'আমরাই খালগুলোর পানি দূষিত করছি। ময়লা আবর্জনা ফেলছি। আবার আমরাই কিন্তু অভিযোগ করছি। খাল দূষণ হলে এর দায় আমাদের সবাইকে নিতে হবে। যারা ময়লা ফেলে তাদের মস্তিষ্কের ময়লা আগে পরিষ্কার করতে হবে। ময়লা ফেলা বন্ধে এলাকাবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।' নগরের যেসব খালে ময়লা ফেলা হয় সেগুলোতে ময়লা ফেলা বন্ধে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে জানিয়ে মেয়র বলেন, 'যে শহরে বাচ্চারা মাঠে খেলতে নামে, রাস্তায় হাঁটে, আমরা সেখানে বাসাবাড়ির জানালা দিয়ে রাস্তায়, মাঠে ময়লা ফেলছি। এটি হতে দেবো না। তাই খালগুলোতে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে দেবো যেন কেউ ময়লা ফেলতে না পারে। এরপরও কেউ ময়লা ফেললে তাকে জরিমানার আওতায় আনা হবে। গত ২ ফেব্রুয়ারি মিরপুর প্যারিস খাল পরিষ্কার করেছিল ডিএনসিসি। এই কাজে ডিএনসিসির পাশাপাশি সহযোগিতা করতে যুক্ত হয়েছিলেন বিডি ক্লিনের এক হাজার ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোযোগ ইসির

জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোযোগ নির্বাচন কমিশন, ইসির। সামনে দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। পাশাপাশি চার ধাপে হবে দেশের বেশিরভাগ উপজেলার নির্বাচন। এরই মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বা প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ। দলের এ সিদ্ধান্তের ফলে সম্ভাব্য অনেক প্রার্থীর ওপর তৈরি হয়েছে বাড়তি চাপ। দলীয় নেতা-কর্মী ও ভোটারদের সন্তুষ্ট করেই জিতে আসতে হবে তাদের। যে কারণে এরই মধ্যে এলাকামুখী হয়েছেন প্রার্থীরা। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে প্রতীক দিয়ে যেমন বেকায়দায় পড়েছে আওয়ামী লীগ, হুট করে সেটি না দেওয়ার সিদ্ধান্তেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তৃণমূলে। এর ফলে কেন্দ্র তোষণে ব্যস্ত নেতারা পড়েছেন বেশি বিপাকে। যদিও উজ্জীবিত কর্মীনির্ভর নেতারা। সব মিলিয়ে পরিবেশ বেশ সরগরম হলেও দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগের তৃণমূল। একই দলের একাধিক প্রার্থী হওয়ায় কোন্দল আরো বাড়ছে। গত ২২ জানুয়ারি রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। দলটির নেতারা বলছেন, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর করতে এবং দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে : পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একত্রে মিলেমিশে কাজ করেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। প্রগতিশীল, কল্যাণময় বাংলাদেশ গড়তে মেধার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে নয়, জ্ঞান, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে।' শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বাসাবো ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার মিলনায়তনে অতীশ দীপংকর, বিশুদ্ধানন্দ, শুদ্ধানন্দ এবং পণ্ডিত বনরত্ন শান্তি স্বর্ণ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'এই পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের কাজ অন্যদের অনুপ্রাণিত

করবে।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার সকল ধর্মের মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতিতে পূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিতে কাজ করছে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লায়ন চিত্ত রঞ্জন দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো। ভারতের নগাওয়াং তেনজিং গিয়াতসো, বাংলাদেশের ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, সিঙ্গাপুরের পিটার কোহ এর পক্ষে জাকির হোসেন খান এবং বাংলাদেশের হাজী মোশারফ আলী ফাউন্ডেশন যথাক্রমে অতীশ দীপংকর, বিশুদ্ধানন্দ, শুদ্ধানন্দ এবং পণ্ডিত বনরত্ন শান্তি স্বর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়া ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় সম্মানিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানের পর পরিবেশমন্ত্রী বৌদ্ধ মন্দিরে ধর্মরাজিক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

অবৈধ মজুদ করে যারা খাদ্যের সংকট তৈরি করে তারা দেশের শত্রু : খাদ্যমন্ত্রী

অবৈধ মজুদ করে যারা খাদ্যের সংকট তৈরি করে তারা দেশের শত্রু বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রাধানগরে শীবনদীর ওপর ১৯২ মিটার দীর্ঘ নবনির্মিত সেতুর চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অবৈধ মজুদকারীরা বিএনপির দোসর উল্লেখ করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'তারা শেখ হাসিনাকে উৎখাত করতে চায়, বেকায়দায় ফেলতে চায়। আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। আপনারা যে ভোট দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'নির্বাচনের দুই দিন আগে হঠাৎ করে অসাধু ব্যবসায়ীরা চালের দাম ৮ থেকে ১০ টাকা বাড়িয়ে দেয়। তারা মনে করেছিল অন্য কেউ খাদ্যমন্ত্রী হলে বুঝতে বুঝতে একমাস পার হয়ে যাবে। যখন তারা দেখেছে মন্ত্রী সাধন মজুমদার তখন তারা বেকায়দায় পড়েছে, আমাদেরও বেকায়দায় ফেলেছে। চালের বাজার ঠিক রাখতে জেলায় জেলায় বৈঠক করতে হয়েছে। মজুদ বিরোধী অভিযানও চালাতে হয়েছে।' খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণ সে চেতনার পক্ষে রায় দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন।' নিজেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার লোক দাবি করে তিনি বলেন, আমি যেখানে মন্দির করেছি তার পাশে মসজিদও তৈরি করেছি। আমি মানব সেবা করি, মানব ধর্ম করি।'

খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'রাধানগর সেতু রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হবে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে। গ্রামের সঙ্গে শহরের মানুষের যোগাযোগ সহজ ও দ্রুততর হওয়ার ফলে কৃষক সহজেই তার পণ্য বাজারজাত করতে পারবে।' বাহাদুরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মামুনুর রশিদ মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক, নিয়ামতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আবেদ হোসেন মিলন, নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

কাদের-চুন্নুকে পদ থেকে সরানো হয়েছে, বাদ দেওয়া হয়নি : রওশন

জি এম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুকে পদ থেকে সরানো হয়েছে, তাদের বাদ দেওয়া হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ। জি এম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'তাদের ব্যর্থতার জন্য পার্টিতে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ওই দুই জনকে শুধুমাত্র তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, দল থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তারা সংসদে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিত্ব করবেন। আশা করি সেখানে তারা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবেন।' শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে গুলশানে জাতীয় মহিলা পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এরশাদ ভক্তদের জাতীয় পার্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল দাবি করে রওশন বলেন, 'সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রতি অনুরক্ত নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। যারা পল্লিবন্ধুকে মুছে ফেলতে চায় তারা আলাদা থাকতে পারে। আমি কোনোভাবেই পার্টিকে ছোট করতে পারি না।' তিনি বলেন, 'যাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল কিংবা যাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে আমি পল্লিবন্ধুর রেখে যাওয়া পতাকা তলে আবার নিয়ে এসেছি।'

রওশন বলেন, 'জাতীয় পার্টির নারী নেত্রীরা তাদের অনেক দুঃখ-বেদনা, ক্ষোভের কথা বলেছেন। আমার মনটাও অনেক ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। জাতীয় পার্টির এমন অগণিত নেতা-কর্মীর মনের যন্ত্রণা ঘোচাতেই আজ আমাকে পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে হয়েছে।' আগামী ৯ মার্চ পার্টির জাতীয় কাউন্সিলে যোগ্য নেতৃত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করবে জানিয়ে রওশন বলেন, 'জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে।' তিনি আরো বলেন, 'জাতীয় উন্নয়নে সমানভাবে নারীদের কাজে লাগতে হবে। এটা নারীর অধিকার। সেই অধিকার আদায় করে নিতে হবে। দলের মধ্যেও নারী নেতৃত্বকে এই অধিকার কেড়ে নিতে হবে।' নারীদের উদ্দেশ্যে রওশন বলেন, 'শুধু দুঃখ-ক্ষোভের কথা মুখে বললেই চলবে না। প্রতিবাদ করে প্রতিকার আদায় করে নিতে হবে। এদেশের রাজনীতিতে

নারী নেতৃত্ব তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। দেশের তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বে রয়েছেন তিন নারী। তারা কেউ ব্যর্থ নন। এটাই এদেশের নারী সম্মানের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মহিলা পার্টির যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শাহনাজ পারভীন। আরো উপস্থিত ছিলেন, জাপার রওশনপন্থি মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদ, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক সফিকুল ইসলাম সেন্টু প্রমুখ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

ভবিষ্যতে সব গুম ও খুনের বিচার হবে : নজরুল ইসলাম খান

কারাগারে বিএনপি নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুলকে বিনা চিকিৎসায় হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ভবিষ্যতে আইন অনুযায়ী বুলবুল হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি সব গুম, খুন ও নির্যাতনের বিচার করা হবে বলেও জানান তিনি। শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে রাজধানীর গোপীবাগে নিহত বুলবুলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এসব কথা বলেন নজরুল ইসলাম খান। বিএনপি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে জানিয়ে নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'আগামী দিনে বিএনপি গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।' পরিস্থিতি বিবেচনায় বিএনপি কর্মসূচি দিয়ে আসছে বলেও জানান তিনি।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

করোনায় একজনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ১৪৯ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৮৮ জনে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ২২৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ২৮৯ নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ১১ দশমিক ৪২ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

TEXAS JUDGE UPHOLDS SCHOOL'S SUSPENSION OF BLACK OVER DREADLOCKS

Barbers Hill Independent School District suspended Darryl George, 18, last August, saying his hairstyle violated its dress code. The judge found the Houston-area school did not break a state law banning race-based bias on hair. An attorney for the family said they plan to file an appeal. Meanwhile, the student will remain on suspension and removed from the school's regular classrooms. Chambers County Judge Chap Cain III ruled in favour of the school district after about three hours of testimony on Thursday. Mr George spoke of his "anger, sadness, disappointment" outside court after the decision.
(BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

W. BENGAL: INDIAN ZOO ORDERED TO CHANGE LIONS' 'BLASPHEMOUS' NAMES

The lioness was named after Hindu deity Sita while the lion was called Akbar, after the 16th Century Mughal ruler. Vishwa Hindu Parishad (VHP) challenged this, saying that naming the lioness after a goddess was blasphemous. It also objected to keeping the lions in the same wildlife park. The two big cats currently live in the North Bengal Wild Animals Park in Siliguri district. On Thursday, the court said that animals should not be named after "Hindu gods, Muslim Prophets, [revered] Christian figures, Nobel laureates and freedom fighters". "You could have named it Bijli [lightning] or something like that. But why give names such as Akbar and Sita?" Justice Saugata Bhattacharya asked. The court also asked if it would be prudent to name pets, including dogs, after people. "You could've avoided a controversy," the judge said. (BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

POLICEMAN CHARGED WITH MURDER OF MISSING SYDNEY COUPLE

Detectives launched a frantic search on Wednesday after the couple's bloodied items were found in a bin near Sydney. Beaumont Lamarre-Condon, Baird's ex-boyfriend, was being sought by police and handed himself in on Friday. Detectives say they are yet to locate the men's bodies or confirm their cause of death. Police allege the couple were killed on Monday inside Jesse Baird's house in Paddington, an inner Sydney suburb, before their bodies were moved in a white van. Witnesses told investigators they heard "shouting" and a "verbal argument" that morning, and the rented van was captured at the scene on CCTV footage that evening. The van was found in Sydney's south on Friday morning.
(BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

ALIA BHATT: THE YOUNG BOLLYWOOD STAR TAKING ON HOLLYWOOD

At the age of 30, she has become a megastar in Bollywood. For certain people (your writer includes herself among them), she's one of the hottest names out there. If you're not into Indian films, you might not have come across her - until recently, that is. Last year, Bhatt made her Hollywood debut. All of a sudden, she was introduced to a global audience. Now, she's backing a new drama series about wildlife crime. "People have the power to make a difference, whether it's in this industry or any other," she tells BBC News.
(BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

GERMANY SET TO LEGALISE CANNABIS, BUT IT'S COMPLICATED

If MPs vote yes, over 18s in Germany will be allowed to possess substantial amounts of cannabis, but strict rules will make it difficult to buy the drug. Smoking cannabis in many public spaces would then become legal from 1 April. Possession of up to 25g, or almost an ounce, would be allowed in public spaces, and in private homes the legal upper limit would be 50g. Already police in some parts of Germany, such as Berlin, often turn a blind eye to smoking in public, although possession of the drug for recreational use is illegal and can be prosecuted. Use of the drug among young people has been soaring for years despite the existing law, says Health Minister Karl Lauterbach, who is instigating the reforms.
(BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

FRANCE EXPELS 'RADICAL' TUNISIAN IMAM MAHJOUB OVER FLAG COMMENTS

Mahjoub Mahjoubi appeared to call the French flag "satanic" in a video that went viral online earlier this week. Mr Darmanin said France's immigration reforms had enabled the swift deportation of the imam. But the imam denies any wrongdoing and said he had not meant to be disrespectful. Mahjoub Mahjoubi, who hails from Tunisia but came to France 38 years ago, was an imam at the Ettaouba mosque in the small town of Bagnols-sur-Cèze, in the south of France. He was arrested earlier this week after a video circulated online showing him describing a "tricolour flag" as "satanic" and saying it has "no value with Allah". Although he did not refer to a specific flag, many of the comments under the video assumed he meant the French flag. (BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

ISRAEL'S PM NETANYAHU LAYS OUT GAZA PLAN FOR AFTER THE WAR

Under his plan Israel would control security indefinitely, and Palestinians with no links to groups hostile to Israel would run the territory. The US, Israel's major ally, wants the West Bank-based Palestinian Authority (PA) to govern Gaza after the war. But the short document - which Mr Netanyahu presented to ministers last night - makes no mention of the PA. He has previously ruled out a post-war role for the internationally backed body. He envisages a "demilitarized" Gaza; Israel would be responsible for removing all military capability beyond that necessary for public order. (BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

MOON LANDING: US FIRM INTUITIVE MACHINES MAKES HISTORIC TOUCHDOWN

Houston-based Intuitive Machines landed its Odysseus robot near the lunar south pole. It took some minutes for controllers to establish that the craft was down, but eventually a signal was received. "What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the Moon and we are transmitting," flight director Tim Crain announced. Staff at the company cheered and clapped at the news. It was an important moment, not just for the commercial exploitation of space but for the US space programme in general. Intuitive Machines has broken the United States' half-century absence from the Moon's surface. You have to go back to the last Apollo mission in 1972 for an occasion when American hardware nestled down gently in the lunar soil. (BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

US TARGETS RUSSIA WITH MORE THAN 500 NEW SANCTIONS

The sanctions target people connected to Navalny's imprisonment and Russia's war machine, President Joe Biden said. Export restrictions will be imposed on nearly 100 firms or individuals. The EU also announced sanctions, which Moscow responded to by banning EU officials from entering Russia. It is unclear what impact the sanctions will have on Russia's economy. In a statement, President Biden said the sanctions "will ensure" Russian President Vladimir Putin "pays an even steeper price for his aggression abroad and repression at home".(BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

TOP SUMO CHAMPION DEMOTED DUE TO PROTEGE'S VIOLENCE

Hakuho Sho, 38, was downgraded to the lowest rank for sumo elders and forced to take a pay cut. His protege, Hokuseiho Osamu, admitted to slapping the faces of subordinates and

hitting them with a broom handle. Hakuho has apologized, saying he takes responsibility for being unable to protect the victims. The Japan Sumo Association carried out the probe after a tip-off on social media in January, the country's public broadcaster NHK reported. The Japan Times said that Hokuseiho, 22, also slapped junior wrestlers' backs and testicles, and ignited insecticide spray towards them. "I deeply regret having used violence against my stablemates," Hokuseiho said, as quoted by the Times.
(BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

DEATH TOLL RISES AFTER HUGE FIRE IN VALENCIA APARTMENT BLOCKS

At least five people are dead and 14 injured, Spanish media report, after fire engulfed a high-rise apartment complex in Valencia. Firefighters were seen rescuing people from balconies, using cranes to reach those trapped on high floors. The city's mayor says there are between nine and 15 people who have not yet been located. There are fears that highly flammable cladding on the building's facade may have helped the fire spread - as in the 2017 tragedy at London's Grenfell Tower. (BBC Web page : 23.02.2024 Ali Ahmed)

::THE END::